আমার মা, আমার জন্ম

আমি ডাকি - মা, মাগো
প্রাণের আকুতি নিয়ে ডাকি নিশি দিন। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে একটি নামই শুধু ডাকি - মা, মাগো

মা আমার সাড়া দেয়না। মায়ের মুখে ফোটেনা কোন কথা। মা আমায় ডাকেনা আদর করে, আয় সোনামনি, আমার বুকে আয়। প্রাণ ভরে একবার মা বলে ডাক। মা ডাকে জুড়িয়ে যাক আমার বুকের যন্ত্রণা !

কান পেতে থাকি সারাক্ষণ, যদি মা আমার ডাকে সাড়া দেয় ! আমার অস্তিত্বের গভীরে অনুরণন তোলে মায়ের আকাঙ্ক্ষা ! বড়ো সাধ হয় মায়ের কোলে ঝাপিয়ে বলতে, মা আমার ! এইতো এসেছি আমি। তোমার সোনামনি এসেছি তোমার কোলে ! আহা, মা ডাকতে বুকের ভিতরে কতো যে আকুলি বিকুলি আমার !

আমি ছিলাম আমার মায়ের স্বপ্নে, তার চিন্তা চেতনায়। অনুভূতির গভীরে আমি স্পন্দিত হয়েছি প্রতি মুহূর্তে। মায়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি কম্পন আমার হৃৎপিন্ডে প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিত্যদিন। এমনি করেই তো চিনেছি মা-কে। আমার মা, আমার জীবনের গ্রন্থিসূত্র।

সময় কাটে আমার কালের গর্ভ প্রাচীরে মাথা কুটে। এক দুই গুনে গুনে পার হই দিন মাস বছর। প্রতীক্ষার আলো চোখে জ্বেলে অপেক্ষায় থাকি অমানিশার অন্ধকারে। ভোরের আলো ফোটেনা কোনদিনই বুক ফাটা কান্নার হতাশা ছিন্ন করে। এমনি করে কেটেছে বছরের পর বছর। যুগ পার হয়েছে কালের আবর্তনে। ডাক আসেনি মায়ের, প্রতীক্ষার প্রহর গ্রাস করেছে মহাকালের সম্ভাবনা। তবুও আমি শুনিনি মায়ের আদরের ডাক। বৃথাই আমার কান পেতে থাকা। অন্ধকার শুধু বেড়েছে চারদিকে। কী করে জানবো, ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে আমার মা। কাল-গর্ভের অন্ধকার আরো জমাট বেধে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে আমার সমস্ত সত্তা।

আমি কি ছাই জানি, মা আমায় ডাকেনা কেন ! কেমন করে জানবো আমি, মায়ের স্নেহময়ী ঠোঁট যে সেলাই করে দিয়েছে উম্মত্ত হানাদার হার্মাদের গোষ্ঠি। হাত-পা শেকলে বেঁধে ভূমি-শয্যায় মা-কে রেখেছে নিশ্চল ফেলে। নিষেধের চাবুক মেরে মেরে রক্তাক্ত করেছে মায়ের কোমল শরীর। প্রতিনিয়ত অকথ্য ভাষায় লাঞ্ছিত করছে মায়ের আকাশ-উঁচু সম্মান। বুকের উপর বুটের ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে নিষ্ঠুর বর্বরতায়। কেড়ে নিয়েছে প্রাণের ভাষায় মন খুলে কথা বলার স্বাধীনতা। উড়ে এসে জুড়ে বসা শকুনের দল খুবলে খুবলে খাচ্ছে মায়ের অস্থি মজ্জা মাংস। মায়ের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের হোলি খেলায় মেতে আছে তস্করের দল। ওরা যে মা বলে ডাকতে দেয়না কাউকে, মায়ের বুক থেকে উৎসরিত সোনামনি ডাক বুটের তলায় পিষ্ট করছে নির্মমতায়। আমি মা ডাকি, ওরা মায়ের কানে গুঁজে দেয় তূলা। বুকের হাহাকার ছাপিয়ে মা আমার সোনামনি ডাকে, ওরা মায়ের জিভে ঝুলিয়ে দেয় তালা। অভিমানে আমি গাল ফুলিয়ে থাকি, নির্বাক কান্না যে আশ্বিনের ঝড় হয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় মায়ের বুক, সেকি আমি জানতাম ! আহারে অভাগিনী মা আমার।

কী করে জানবো বলো, মায়ের দুঃখে আমার ভাইয়েরা নিত্যি কাঁদে, মায়ের লাঞ্ছনায় বোনেরা কেঁদে কেঁদে উতাল মাতম করে। মায়ের আঙিনায় বুক চাপড়ে চাপড়ে ওরা কাঁদে। চোখের জলে পদ্মা যমুনা মেঘনায় বান ডাকে, উথলে ওঠে তুফান। হার্মাদেরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝাঝরা করে ওদের বুক। মায়ের শ্যামল আঙিনা ভিজে ওঠে তাজা রক্তের ঘ্রাণে।

আর কতো সয় ! ভাইয়েরা আমার মায়ের লাঞ্ছনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, অপমানের সব কালিমা ধুয়ে ফেলতে চায় মায়ের অঙ্গ থেকে, মায়ের জিভের তালা খুলে শুনতে চায় ঘুমপাড়ানীয়া গান, হাত-পা থেকে শেকল ভেঙে মায়ের আঙিনা করতে চায় শকুন শূন্য, প্রাণের ভাষায় শুনতে চায় মায়ের ভালবাসার কথামালা। মা-কে নিয়ে প্রমত্ত উল্লাসে আকাশ বাতাস মুখর করে তুলতে চায়। ওদের ক্ষোভ সংহত হতে থাকে প্রাণ থেকে প্রাণে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে ওদের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। বোনেরাও এগিয়ে এসে হাত ধরে ভাইদের। একই তালে, একই দৃপ্ততা নিয়ে জেগে ওঠে মায়ের সন্তানেরা।

ওদের চোখে ভাসে মায়ের সেই অপরূপ লাবন্য, যার ছায়ায় ওরা জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে পরম মমতায়। চির গর্বিতা মা আমার ! মায়ের দুঃখ ওদের শক্তি জোগায়, মায়ের লাঞ্ছনা ওদের বিদ্রোহী করে তোলে। অপমানের আগুনে পুড়ে পরশমনি হয়ে ওঠে এক একটি সন্তান। প্রতিজ্ঞায় ওরা সংশপ্তক হয়ে রুখে দাঁড়ায় হার্মাদের বিরুদ্ধে। মুষ্ঠিবদ্ধ খালি হাত তুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায় জুড়ে বসা শোষকদের। চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চায় আগ্রাসী তস্করের প্রতাপ, রক্তস্রোতে মুছে ফেলতে চায় হার্মাদের নাম। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মায়ের সন্তান অটল দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়।

বসন্তের আগমনী গেয়ে মায়ের আঙিনায় এসেছে ফাল্গুন। গাছে গাছে ফুটেছে পলাশ শিমূলের রক্তরাগ। লাল আগুনের ছাপ লাগে ভাইয়ের মনে, বোনের মনে। বুকের রক্ত উতাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদে। না, বিজাতি ভাষায় ডাকবোনা মা-কে, হার্মাদের ভাষা জোয়ার জাগায়না ধমনীর রক্তে। প্রাণের ভাষায় আবাহন হবে মায়ের। মায়ের ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসিতে উচ্চারিত হবে সোনামনি ডাক। এ ডাকেই সাড়া দিবে হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী, উচ্ছসিত হবো মা-কে মা নামে ডেকেই।

আটই ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি। মায়ের সন্তানেরা উদ্দাম হয়ে ওঠে রাজপথে। হার্মাদের অস্ত্র গর্জে ওঠে আস্ফালনে। চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ে বসন্তের নিলয়। ভাইয়ের রক্তে ভিজে ওঠে কালো রাজপথ। থোকায় থোকায় রক্ত পলাশ ফোটে মায়ের আঙিনা জুড়ে। দূর্বাঘাসের ডগায় রক্ত-শিশিরের কণা ঝিকমিক জ্বলে ভোরের আলোয়। একসারি ভাই পথে লুটায় তো আরেক সারি এগিয়ে আসে মৃত্যুকে জয় করে। ঘাতকের অস্ত্র যতো গর্জায়, মায়ের সন্তানেরা ততোই দুর্বার হয়ে ওঠে প্রতিরোধে। পদ্মা যমুনার জল লাল হয়ে ওঠে বিপ্লবে বিদ্রোহে। মায়ের ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আপোস নাই হার্মাদের সাথে। মায়ের মুখের বাঁধন কেটে মুক্ত করে আনবোই মাতৃভাষা। তস্করের ভাষা মুছে ফেলতে যতো রক্ত প্রয়োজন, মায়ের সন্তানেরা দিবে তারও চেয়ে বেশী। মায়ের ঋণ শোধ করবোই করবো।

অস্ত্রের গুলি নিঃশেষ হয়, হার্মাদের দম্ভ স্তিমিত হয়ে আসে । মায়ের সন্তানেরা অজেয় অমর। লক্ষ কোটি সন্তানের পদভারে কম্পিত হয় মেদিনী। কালো রাজপথের পলাশ অগ্নি-শপথে দীপ্ত হয়ে ওঠে মহিমায়। হার মানা ঘাতকেরা বাধ্য হয় মায়ের মুখের বাঁধন কেটে দিতে, জিভের তালা খুলে মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে।

মায়ের দামাল ছেলেরা দাপিয়ে বেড়ায় মায়ের আঙিনা। মা মা ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলে আকাশ বাতাস। বজ্রকণ্ঠে সমবেত সোচ্চারে ধ্বনিত হচ্ছে - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি !

এতোদিনে, এতোক্ষণে বুঝি সময় হলো মায়ের। আমারও।
মা আমার ডাকে - কইরে সোনামনি আমার। অন্ধকার ছিন্ন করে আয়, আমার বুকে আয়।
আমি মায়ের ডাক শুনি। হৃদয়ে দোল লাগানো মায়ের ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠি। কালের গর্ভ ভেদ করে উঁকি দেই মুক্ত আঙিনার ঝিলমিল আলোয়। একুশে ফেব্রুয়ারি, আটই ফাল্গুন, মায়ের কোল জুড়ে আমি এলাম। চোখ মেলে মায়ের মুখে যে হাসি দেখলাম, মধুর কণ্ঠে যে সোনামনি ডাক শুনলাম, অম্লান স্মৃতি হয়ে রইলো আমার। একুশে ফেব্রুয়ারি, আমার মায়ের কথা বলার স্বাধীনতা আমার জন্মের সাথে একাত্ম হয়ে আছে।

মায়ের কোলে শুয়ে কান পেতে শুনি, হৃদয় ছুঁয়ে, আকাশ বাতাস ছাপিয়ে আমার ভাইয়েরা বোনেরা গেয়েই চলছে - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি !

জেনী চৌধুরী

লন্ডন ঃ ১৫.০২.২০০৬